সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩২২
WEEKLY BOOKLET-322

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ঈমান সতেজকারী বয়ানের লিখিত সংকলন

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর ইলমে দ্বীনের আগ্রহ

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর
মাযার মোবারক

- ৬০ ডাকাত কিভাবে তাওবা করলো?
- বান্দা যখন সত্য বলে তখন....
- আউলিয়াদের সর্বোত্তম স্তর
- আমলদার শিক্ষক

শায়খে তরীকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

উপস্থাপনায়
মজলিস-তাহকীকাতুল ইসলামিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ‘র ইলমে দ্বীনের আগ্রহ[১]

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ‘র রব, যে ব্যক্তি এই “গাউসে পাক رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ‘র ইলমে দ্বীনের আগ্রহ” পুস্তিকাটি পাঠ করবে বা শুনবে, তাকে ইলমে দ্বীন অর্জন করার আগ্রহ এবং আমলের তৌফিক দান করুন এবং পিতামাতাসহ তাকে ক্ষমা করুন।

اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহর সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন, আমি গতরাতে এক বিস্ময়কর ঘটনা দেখলাম। আমার এক উম্মতকে দেখতে পেলাম, যে পুলসিরাতের উপর কখনো

১. আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ ৩ ও ৪ রবিউস সানি ১৪৪১ হিজরী মোতাবেক ৩০ নভেম্বর ও পহেলা ডিসেম্বর ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনা, করাচীতে মাদানী মুযাকারার আগে **“গাউসে পাকের ইলমে দ্বীনের আগ্রহ”** এবং **“গাউসে পাকের ইলমী মর্যাদা”** বিষয়ে বয়ান করেন। اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ সাপ্তাহিক পুস্তিকা বিভাগের পক্ষ থেকে এই বয়ান ঈষৎ পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সহকারে লিখিত রূপে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

www.dawateislami.net

খুঁড়িয়ে, কখনো হামাগুড়ি দিয়ে চলছিলো। এমন সময় ঐ দরুদ এলো যা সে আমার প্রতি প্রেরণ করেছিলো, তা তাকে পুলসিরাতে দাঁড় করিয়ে দিলো। শেষপর্যন্ত সে পুলসিরাত পার হয়ে গেলো। **(মু'জামু কবীর, ২৫/২৮২, হাদীস ৩৯)**

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সত্যের বরকতে ৬০জন ডাকাত তাওবা করলো

৯ যিলহজ শরীফে এক ছেলে ঘর থেকে বের হলো এবং ক্ষেতে লাঙল চালানোর কাজে ব্যবহৃত একটি গরুর পেছনে হাঁটতে লাগলো। হঠাৎ ঐ গরু ছেলেটির দিকে ফিরে নাম ধরে বললো, হে অমুক, তুমি খেলাধুলার জন্য সৃষ্টি হওনি।গরুর এভাবে কথা বলতে শুনে ছেলেটি ভীত হয়ে সাথেসাথেই বাড়ি ফিরে গেলো। বাড়ির ছাদে উঠে দেখলো বহু মাইল দূরে আরাফাতের ময়দান দেখা যাচ্ছে, যেখানে হাজী সাহেবরা নিজের ঘর হতে বহুদূরে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য জড়ো হয়েছে। সেই ছেলেটি তা দেখে মায়ের কাছে উপস্থিত হয়ে আবেদন জানালো, "প্রিয় মা, আমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর পথে উৎসর্গ করে দিন আর বাগদাদ গিয়ে ইলমে দ্বীন অর্জন করা এবং আল্লাহর নেককার বান্দাদের খেদমতে উপস্থিত হয়ে তাঁদের ফয়েয অর্জন করার

www.dawateislami.net

অনুমতি দিন।” মা এর কারণ জানতে চাইলে ছেলে খুবই সম্মানের সাথে সম্পূর্ণ ঘটনা খুলে বললো। মহান আল্লাহর মর্জি ও সন্তুষ্টিতে তার মা সম্মত হলেন। আল্লাহর পথের এই শিশু মুসাফিরের জন্য মা পাথেয় গোছানো শুরু করলেন আর চল্লিশ দিনার (অর্থাৎ স্বর্ণমুদ্রা) কলিজার টুকরো সন্তানের জামার ভেতর সেলাই করে দিলেন। তারপর সফর শুরু করার আগে তার কলিজার টুকরো সন্তান থেকে ওয়াদা নিলেন যে, সবসময় আর সর্বাবস্থায় সত্য বলবে। এরপর আপন ছেলেকে এই বলে বিদায় দিলেন, যাও। আমি তোমায় আল্লাহর পথে চিরতরে উৎসর্গ করে দিলাম। এই চেহারা কিয়ামতের আগে আর দেখবো না। (আল্লাহর এই নেককার বান্দা জানতেন যে আমার সন্তানকে জীবদ্দশায় আর দেখতে পাবো না।) **(বাহজাতুল আসরার, ১৬৭ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মায়ের উপদেশ মেনে চলার পুরস্কার

এই ছেলেটি একটি ছোট কাফেলার সাথে বাগদাদের দিকে রওয়ানা হলো। পথে একটি ঘটনা ঘটলো। ৬০ জন ডাকাত কাফেলা থামিয়ে লুটপাট করা শুরু করলো। তারা কাউকেই ছাড়লো না। সবার কাছ থেকে মালামাল ছিনিয়ে

www.dawateislami.net

নিলো কিন্তু শিশু বলে এই ছেলেকে কিছু বললো না। এক ডাকাত পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এমনিতেই বললো, তোমার কাছেও কি কিছু আছে? ছেলেটি নির্ভয়ে উত্তর দিলো, হ্যাঁ, আমার কাছে ৪০ দিনার (অর্থাৎ চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা) আছে। ডাকাত ভাবলো এ হয়তো আমার সাথে ঠাট্টা করছে, তাই সে চলে গেলো। সেই ছেলেকে আরেকজন ডাকাত জিজ্ঞাসা করলো। তাকেও একই উত্তর দিলো - আমার কাছে ৪০টি স্বর্ণমুদ্রা আছে। সেই দুই ডাকাত তাদের সর্দারের কাছে গিয়ে জানালো যে, আমরা কাফেলায় এক সাহসী ছেলেকে দেখেছি যে এই অবস্থাতেও আমাদেরকে ভয় করছে না; আমাদের সাথে ঠাট্টা করছে। সর্দার বললো, কী ঠাট্টা করেছে? তাকে ডেকে নিয়ে এসো। ছেলেটি উপস্থিত হয়ে সর্দারের প্রশ্নে আগের মতই জবাব দিলো- আমার কাছে চল্লিশটি স্বর্ণের দিনার আছে। সর্দার তল্লাশি করে তার জামার ভেতর আসলেই চল্লিশ দিনার (৪০টি স্বর্ণমুদ্রা) খুঁজে পেলো। ছেলেটির সত্যবাদিতা দেখে সবাই অবাক হয়ে গেলো। তাকে সত্য বলার কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো। তখন ছেলেটি বলতে লাগলো, আমার মা বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় ওয়াদা করিয়েছিলেন যে, সবসময় আর সর্বাবস্থায় সত্য বলবে। আমি মায়ের সাথে করা ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারি না। ডাকাত সর্দার

www.dawateislami.net

একথা শুনে কাঁদতে লাগলো আর বললো, আহ! আফসোস! এই ছেলে তার মায়ের সাথে করা ওয়াদা এমনভাবে পালন করছে! আর আমি যে বছরের পর বছর আমার রবের সাথে করা ওয়াদা ভঙ্গ করছি। সেই সর্দার কাঁদতে কাঁদতে আল্লাহর পথের এই ছোট্ট মুসাফিরের হাতে তাওবা করলো। সাথেসাথে তার বাকি সাথীরাও এই কথা বলে তাওবা করলো যে, হে সর্দার, লুটপাটের খারাপ কাজে তুমি আমাদের সর্দার ছিলো, এখন নেকীর পথেও তুমিই আমাদের সর্দার হবে।

(বাহজাতুল আসরার, ১৬৮ পৃষ্ঠা)

নিগাহে ওয়ালী মে ইয়ে তাসীর দেখী
বদলতী হাজারোঁ কি তাকদীর দেখী।

হে আশিকানে গাউসে আযম, আল্লাহর পথের এই শিশু মুসাফির অন্য কেউ নয় বরং তিনি ছিলেন আমাদের, আপনাদের প্রিয় পীর ও মুর্শিদ, পীরানে পীর, পীরে দস্তগীর, রওশন যমীর, কুতুবে রাব্বানী, মাহবুবে সুবহানী, পীরে লাসানী, পীরে পীরাঁ, মীরে মীরাঁ, বড় পীর শায়খ সায়্যিদ আবু মুহাম্মদ আব্দুল ক্বাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ।

সত্যবাদিতা এমন বরকতময় যে, এর বরকতে সর্দারসহ ডাকাত দলের তাওবার সৌভাগ্য নসীব হলো।

www.dawateislami.net

সকল মুসলমানের উচিৎ নিজের সকল দ্বীনী ও দুনিয়াবী কর্মকাণ্ডে সত্য বলা। সত্য বলা নাজাত পাওয়ার এবং জান্নাতে নিয়ে যাওয়ার আমল।

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم 'র তিনটি বাণী

* "সত্যবাদিতাকে নিজের উপর আবশ্যক করে নাও। কেননা তা নেকীর সঙ্গী আর এই দু'টি জান্নাতে (নিয়ে যাবে)। এবং মিথ্যা থেকে বিরত থাকো, কেননা তা গুনাহের সঙ্গী আর এই দু'টি জাহান্নামে (নিয়ে যাবে)।" **(ইবনে হিব্বান, ৭/৪৯৪, হাদীস ৫৭০৪)**

* "যখন বান্দা সত্য বলে, তখন নেকী করে আর যখন নেকী করে তখন নিরাপদ হয় এবং যখন নিরাপদ হয় তখন জান্নাতে প্রবেশ করে।" **(মুসনাদে ইমাম আহমদ, ২/৫৮৯, হাদীস ৬৬৫২)**

* "কত বড় খেয়ানত যে, তুমি তোমার মুসলমান ভাইকে কোনো কথা বলছো, যাতে সে তোমায় সত্যবাদী মনে করছে, অথচ তুমি তাকে মিথ্যা বলছো।"

(আবু দাউদ, ৪/৩৮১, হাদীস ৪৯৭১)

হে আশিকানে গাউসে আযম, অনেক সময় এমনও দেখা যায় মানুষ নিজের সম্মান বাঁচানোর জন্য মিথ্যা বলে । এ কারণে যে যদি সত্য বলে তবে মানুষ নিন্দা করবে, অনেক

www.dawateislami.net

কথা বলবে। অথচ সম্মান সত্যের মাঝেই লুকায়িত। মিথ্যার মাধ্যমে যদিও প্রকাশ্যভাবে দুনিয়ায় অসম্মান থেকে বাঁচা যায় কিন্তু আল্লাহ পাকের দরবারে কিয়ামতের দিন যে অপমানিত ও লজ্জিত হতে হবে, তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। মিথ্যা থেকে বাঁচার একটি পদ্ধতি হলো দুনিয়াবী অপমানের তুলনায় জাহান্নামের পরকালীন অপমান ও আযাবের প্রতি দৃষ্টি রাখা।দুনিয়াবী অপমান তো কয়েক মুহূর্তের আর অতি শীঘ্রই শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু পরকালীন অপমান তার চেয়ে অনেক বেশি। অতএব কোনো নিন্দুকের নিন্দার তোয়াক্কা করবেন না, সর্বদা সত্যকথাই বলুন।

গীবত সে অউর তুহমত ও চুগলী সে দূর রাখ
খূগর তু সাচ কা দে বানা ইয়া রাব্বে মুস্তফা।
উজব ও তাকাব্বুর অউর বাঁচা হুব্বে জাহ সে
আয়ে না পাস তক রিয়া ইয়া রাব্বে মুস্তফা।
আমরাযে ইসইয়াঁ নে মুঝে কর নীম জাঁ দিয়া
মুর্শিদ কা সদকা দে শিফা ইয়া রাব্বে মুস্তফা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ)

হুযুর গাউসে পাক, শাহানশাহে বাগদাদ رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ প্রাথমিক শিক্ষা জিলান শহরে অর্জন করেন। তারপর আরো শিক্ষা অর্জনের জন্য ৪৮৮ হিজরীতে বাগদাদে গমন করেন।

www.dawateislami.net

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ খুবই উত্তম পদ্ধতিতে ইলম অর্জন করেন এবং নিজের শিক্ষা সমাপ্ত করে সমকালীন আলিমদের মধ্যে অনন্য মর্যাদা অর্জন করেন। শিক্ষা জীবনে তাঁকে ক্ষুধার্ত থাকতে হয়েছে আর জানি না কত কষ্টকর ধাপ তাঁকে অতিক্রম করতে হয়েছে। তবুও ইলমে দ্বীন অর্জন করার প্রেরণা কম হয়নি। অনেক পরিশ্রম ও কষ্ট করে তিনি ইলমে দ্বীন অর্জন করেছেন। যখন এই পর্যায় সম্পন্ন হলো এবং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উৎকর্ষতা ও পরিপর্ণূতায় পৌঁছে গেলেন, অনেক বড় আলিমে দ্বীন হয়ে গেলেন, তাঁর জ্ঞানের প্রসিদ্ধি দূর দূরান্ত পর্যন্ত পৌঁছে গেলো। তখন তাঁর সম্মানিত শিক্ষক ও মুর্শিদ হযরত শায়খ আবু সাঈদ মাহযুমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শিক্ষকতার জন্য নিজের মাদরাসা তাঁকে সমর্পণ করে দিলেন। যার দায়িত্ব তিনি শুধু আনন্দচিত্তে গ্রহণ করেন তাই নয় বরং শিক্ষতার আসনকে আলোকিত করে জ্ঞান ও বিদ্যার পিপাসার্তদের পিপাসা নিবারণ করতে লাগলেন। **(আত ত্বকাতুল কুবরা লিল শা'রানী, ১/১৭৮; নুযহাতুল খাতিরুল ফাতির, ২০ পৃষ্ঠা; তারীখে মাশায়িখে ক্বাদিরিয়া, ১২৫-১২৬ পৃষ্ঠা; ক্বলায়িদুল জাওয়াহির, ১৩৪ পৃষ্ঠা)**

আমার মুর্শিদ, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কসীদায়ে গাউসিয়ায় বলেন, دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتّٰى صِرْتُ قُطْبًا অর্থাৎ আমি ইলমের দরস দিতে থাকলাম এক পর্যায়ে কুতুবিয়্যতের

www.dawateislami.net

মর্যাদায় পৌঁছে গেলাম। **(কসীদায়ে গাউসিয়া, মাদানী পাঞ্জসূরা, ২৬৪ পৃষ্ঠা)** তিনি আরো বলেন, "ফিকহ শেখো, এরপর একাকিত্ব অবলম্বন করো। যে জ্ঞানার্জন করা ব্যতীত আল্লাহর ইবাদত করে, সে যতই সজ্জিত হবে তার চেয়ে বেশি বিগড়ে যাবে। নিজের সাথে শরীয়তের প্রদীপ নাও। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে সবচেয়ে নিকটতম রাস্তা হলো বন্দেগীর আইনকে আবশ্যক হিসেবে আঁকড়ে ধরো এবং শরীয়তের বাঁধনকে ধরে রেখো।"

(বাহজাতুল আসরার, ১০৬ পৃষ্ঠা)

আহকামে শরীয়ত রাহে মলহুয হামীশা
মুর্শিদ মুঝে সুন্নাত কা ভি পাবন্দ বানাও।
আচ্ছোঁ কী খরীদার হার জা পে হেঁ মুর্শিদ
বদকার কাহাঁ জায়ে জু তুম ভী না নিভাও।
আত্তার কো হার এক নে ধুতকার দিয়া হে
ইয়া গাউস! ইসে দামানে রহমত মেঁ ছুপাও।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৫৭০ পৃষ্ঠা)

হে আশিকানে গাউসে আযম, আউলিয়ায়ে কিরামের সবচেয়ে উচ্চ স্তরকে সিদ্দীক্ব বলা হয় আর اَلۡحَمۡدُ لِلّٰه আমাদের গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সিদ্দীক্ব ছিলেন। **(নেকীর দাওয়াত, ৫৮০ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

ইলমে লাদুন্নীর ৭০টি দরজা

শায়খ আবুল হাসান ইমরানী কিমাতী এবং বাযযার رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا বাগদাদে ৫৯১ হিজরীতে বলেন যে, আমরা শায়খ মুহিউদ্দীন আবু মুহাম্মদ আব্দুল ক্বাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ‘র কাছে মাদরাসায় “দরওয়াযায়ে আযজ”-এ ৫৫৭ হিজরীতে উপস্থিত হলাম। তিনি তখন ডুমুর ফল খাচ্ছিলেন। তিনি খাওয়া বন্ধ রাখলেন, অনেক্ষণ বেহুঁশ অবস্থায় ছিলেন, তারপর বললেন, এই সময়ে আমার অন্তরে ইলমে লাদুন্নীর ৭০টি দরজা খুলে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি দরজা এতটুকু প্রশস্ত, যেমন আসমান ও জমিনের প্রশস্ততা। তারপর খাস লোকদের মাঝে অনেক্ষণ ধরে আল্লাহ পাকের পরিচয়ের কথা বলতে থাকেন। এমনকি উপস্থিত লোকজন বোধহীন হয়ে যাচ্ছিলেন। আমরা বললাম যে, আমরা মনে করি না শায়খের পর আর কেউ এমন কথা বলার সামর্থ্য রাখে। **(বাহজাতুল আসরার, ৫৬ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহর ওয়ালীকে জায়গা দাও

আমার পীর ও মুর্শিদ সায়্যিদী হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর শৈশবের একটি ঘটনার ব্যাপারে বলেন, এক ব্যক্তি আমার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো, যাকে আমি চিনতাম না। সে ফিরিশতাদের সেদিন বলতে শুনলো যে, “আল্লাহর

www.dawateislami.net

ওয়ালীকে জায়গা দাও।” ঐ ব্যক্তি ফিরিশতাদের একজনকে জিজ্ঞাসা করলো, এই ছেলেটি কে? তখন ফিরিশতা বললো, অতি শীঘ্রই সে মহান মর্যাদার অধিকারী হবে। তাঁকে দান করা হবে, না করা হবে না। তাঁকে এখতিয়ার দেওয়া হবে, থামানো হবে না এবং তাঁকে নিকটবর্তী করা হবে, প্রতারিত করা হবে না। হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন, তারপর আমি সেই ব্যক্তিকে চল্লিশ বছর পর চিনতে পারলাম, তখন তিনি সেই সময়ের আবদালদের[1] অন্তর্ভূক্ত ছিলেন।

(বাহজাতুল আসরার, ৪৮ পৃষ্ঠা)

খোদা কে ফযল সে হাম পর হে সায়া গাউসে আযম কা
হামে দোনোঁ জাহানোঁ মে হে সাহারা গাউসে আযম কা।
আযিযো কর চুকো তৈয়ার জব মেরে জানাযে কো
তো লিখ দেনা কাফন পর নামে ওয়ালা গাউসে আযম কা।
লাহাদ মে জব ফিরিশতে মুঝ সে পূছেঙ্গে তো কেহ দূঙ্গা
তরীকায়ে ক্বাদিরী হূঁ নাম লেওয়া গাউসে আযম কা।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৯৩,৯৮-৯৯ পৃষ্ঠা)

হে পীরে পীরাঁ গাউসে পাক হে মীরে মীরাঁ গাউসে পাক
মাহবুবে সুবহাঁ গাউসে পাক ওয়ালীয়োঁ কে সুলতাঁ গাউসে পাক।
মাহবুবে ইয়াযদাঁ গাউসে পাক সুলতানে যিইশাঁ গাউসে পাক
মুশকিল হো আসাঁ গাউসে পাক দো দরদ কা দরমা গাউসে পাক।

---

১. আউলিয়ায়ে কিরামের একটি স্তর।

www.dawateislami.net

ফরমাও ইহসাঁ গাউসে পাক রাহাত কা সামাঁ গাউসে পাক
বুলওয়াও জানাঁ গাউসে পাক বন জাওঁ মেহমাঁ গাউসে পাক।
জিস ওয়াক্ত চলে জাঁ গাউসে পাক ইয়া পীর! হো ইহসাঁ গাউসে পাক।
পুরা হো জানাঁ গাউসে পাক দীদার কা আরমাঁ গাউসে পাক
হো জায়ে মেরী জাঁ গাউসে পাক বস আপ পে কুরবাঁ গাউসে পাক।
টল জায়ে শয়তাঁ গাউসে পাক বাচ জায়ে ঈমাঁ গাউসে পাক
উফ! হাশর কা ময়দাঁ গাউসে পাক লো যেরে দামাঁ গাউসে পাক।
হো মেরী জানাঁ গাউসে পাক বখশীশ কা সামাঁ গাউসে পাক।

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে পাকের ইলমী মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব

আমার পীর ও মুর্শিদ শাহানশাহে বাগদাদ, হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ খুব কঠিন সময়ে প্রচণ্ড পরিশ্রম ও অধ্যাবসায়ের সাথে ইলমে দ্বীন অর্জন করেন। তিনি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজেই বলেন, আমি আমার ছাত্র জীবনে শিক্ষকদের কাছ থেকে সবক নিয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যেতাম। তারপর হোক জঙ্গল কিংবা বিরান ভুমি, দিন কিংবা রাত, ঝড় কিংবা বৃষ্টি, গরম বা ঠান্ডা- তবুও আমার অধ্যয়ন অব্যাহত রাখতাম। তখন আমার মাথায় একটি ছোট পাগড়ি বাঁধতাম। সাধারণ মানের তরকারি খেতাম। কখনো কখনো এই তরকারিও

www.dawateislami.net

পেতাম না। তবুও আমার অধ্যয়ন অব্যাহত রাখতাম। তারপর ঘুম এলে খালি পেটেই কঙ্করে ভরা মাটিতে ঘুমিয়ে পড়তাম।

(কুলায়িদুল জাওয়াহির, ১০ পৃষ্ঠা)

ইলমী মর্যাদা

যখন আমার মুর্শিদ গাউসে পাক ইলমে দ্বীন অর্জন সমাপ্ত করলেন এবং তিনি শিক্ষকতা ও ইফতার পদে আসীন হলেন অর্থাৎ মুফতীও হয়ে গেলেন। তখন মানুষের মাঝে ওয়াজ, নসীহত, ইলম ও আমল প্রচারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সুতরাং সারা দুনিয়া থেকে উলামা ও নেককার লোকেরা তাঁর দরবারে ইলম অর্জনের জন্য উপস্থিত হতেন। সেই যুগে বাগদাদে তাঁর মতো কেউ ছিলো না। **(কুলায়িদুল জাওয়াহির, ৫ পৃষ্ঠা)** তিনি ছিলেন ইলমের সমুদ্র। ইলমে ফিকহ, ইলমে হাদীস, ইলমে তাফসীর, ইলমে নাহু এবং ইলমে আদব ইত্যাদি শাস্ত্রে তাঁর দক্ষতা ছিলো। যখন তাঁকে তাঁর শিক্ষকগণ ইলমে হাদীসের সনদ দিলেন তখন তাঁরা বলতে লাগলেন, "হে আব্দুল ক্বাদির, যদিওবা হাদীসের সনদ আমরা আপনাকে দিচ্ছি, কিন্তু বাস্তবতা হলো , হাদীসের অর্ন্তনিহিত অর্থ এবং মর্ম বোঝা আমরা আপনার কাছেই শিখেছি।"

(হায়াতিল আযীম ফী মানাক্বীবী গাউসি আ'যম, ৪৬ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

যেনো তাঁর শিক্ষকগণ বলছেন, যদিও বাহ্যত আমরা আপনার শিক্ষক কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অন্তর্নিহিতভাবে আপনিই আমাদের শিক্ষক।

তু হে ওয়হ গাউস কেহ হার গাউস হে শায়দা তেরা
তু হে ওহ গাউস কেহ হার গাউস হে পিয়াসা তেরা।
সুরাজ আগলো কে চমকতে থে চমক কর ডুবে
উফকে নূর পে হে মেহের হামীশা তেরা।

(হাদায়িক্বে বখশীশ, ২৩ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: গাউস হলো ওয়ালীদের উচ্চস্তরের পদ। অন্য গাউসদেরও গাউস হলেন আপনি। অর্থাৎ আপনি হলেন এমন গাউসুল আগওয়াস অন্য গাউসগণ খোদ আপনার জন্য উৎসর্গিত। আপনি হলেন সেই কুপ, যে কুপ খোদ আপনারই পিয়াসী।

হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র ইলমে দ্বীন প্রসারের এমন আগ্রহ ছিলো যে, তিনি সময় একেবারেই নষ্ট করতেন না, ইলমী কাজেই অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকতেন। অন্য শহরের শিক্ষার্থীরা তাঁর প্রশংসা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও দক্ষতার প্রসিদ্ধি শুনে তাঁর খেদমতে ইলমে দ্বীন অর্জন এবং তাঁর ফয়েয ও বরকত অর্জনের জন্য উপস্থিত হতো। তিনি ইলম ও

www.dawateislami.net

আমলে এমন শ্রেষ্ঠ ছিলেন যে, যেই তাঁর কাছে ইলম অর্জনের জন্য উপস্থিত হতো, সে খালি হাতে ফিরতো না, অর্থাৎ ইলমের পাশাপাশি আমলও বাড়িয়ে দিতো।

আমলদার শিক্ষক

এটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে প্রত্যেক শিক্ষকের এমনই আমলদার হওয়া উচিৎ। তার কাছে পড়তে আসারা আমলদার তো হবেই , সাথে সাথে আগে যদি নামাযী হয় তবে তাহাজ্জুদগুজার হয়ে যাবে। আগে যদি তার যাহির (বাহ্যিক অবস্থা) পরিশুদ্ধ থাকে তবে এখন শিক্ষকের বরকতে বাতিন (অন্তরের অবস্থা) ও আলোকিত হয়ে যাবে। হায়, সকল শিক্ষক যেনো এমনই হয়! বাগদাদে হযরত ক্বাযী আবু সাঈ'দ মুবারক মাখযুমী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র একটি মাদরাসা ছিলো। তিনি সেখানে ওয়াজ, নসীহত এবং ইলম অর্জনকারীদের ইলম শিক্ষা দিতেন। যখন ক্বাযী সাহেব হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র ইলমী ও আমলী উৎকর্ষতা, পরিপূর্ণতা, বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপারে জানলেন, তখন তাঁর মাদরাসা হুযুর গাউসে পাকের অধীন করে দেন। তারপর মানুষ অধিকহারে গাউসে পাকের দরবারে ইলমে দ্বীন অর্জন করার জন্য উপস্থিত হতে থাকে। **(সীরাতে গাউসে আযম, ৫৮ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

একটি আয়াতের চল্লিশটি অর্থ বর্ণনা করলেন

একদিন কোনো এক কারী সাহেব গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র মজলিশ শরীফে কুরআনুল করীমের একটি আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তখন তিনি সেই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে প্রথমে একটি অর্থ তারপর দু'টি এরপর তিনটি এমনকি উপস্থিতিদের জানা মতে গেয়ারভীওয়ালা গাউসে পাক এগারোটি অর্থ বর্ণনা করলেন। তারপর অন্যান্য কারণ বর্ণনা করলেন, যার সংখ্যা ছিলো চল্লিশ। প্রতিটি কারণের সমর্থনে ইলমী দলীল বর্ণনা করলেন আর প্রতিটি অর্থের সাথে সনদও বর্ণনা করলেন। তাঁর ইলমী দলীলের বিবরণ শুনে উপস্থিত সকলে অবাক হয়ে গেলো।

(আখবারুল আখইয়ার, ১১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র প্রতি শ্রদ্ধা

ইমাম আবুল হাসান আলী বিন হায়তামী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, "আমি গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র সাথে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ'র নূরানী মাযারের যিয়ারত করলাম। দেখলাম হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নূরানী মাযার থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন এবং হুযুর সায়্যিদী

www.dawateislami.net

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে আলিঙ্গন করলেন আর তাঁর খিলআত (অর্থাৎ উন্নত পোশাক) পরিয়ে বললেন, “হে শায়খ আব্দুল ক্বাদির, নিশ্চয়ই, আমি ইলমে শরীয়ত, ইলমে হাকীকত, ইলমে হাল ও ফে’লে হালের ক্ষেত্রে তোমার মুখাপেক্ষী। **(বাহজাতুল আসরার, ২২৬ পৃষ্ঠা)**

আ’লা হযরত, ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন, শরীয়ত হলো হুযুরে আকদাস صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাণী আর তরীকত হলো হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ‘র আমলসমূহ এবং হাকীকত হলো হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم‘র অবস্থাদি ও মারিফাত হলো হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ‘র অতুলনীয় জ্ঞান।

(ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ, ২১/৪৬০)

মুফতী আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লেখেন,

তুজী কো দেখনা তেরী হি সুননা তুঝ মে গুম হোনা হাকীকত
মারিফাত আহলে তরীকত ইস কো কেহতে হেঁ।
রিয়াযত নাম হে তেরী গলী মে আনে জানে কা
তাসাউর মে তেরে রেহনা ইবাদত ইস কো কেহতে হেঁ।

(মিরআতুল মানাজীহ, ৬/৫১৩)

ফাতাওয়া রযভিয়্যাহ ২৬তম খন্ডের ৪৩৩ পৃষ্ঠায় রয়েছে- হুযুর (গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) সর্বদা হাম্বলী ছিলেন।

www.dawateislami.net

পরবতীতে যখন 'আ'ইনুশ শরীয়তে কুবরা'র স্তরে পৌঁছে ইজতিহাদে মুতলাকের মর্যাদা অর্জন করলেন তখন হাম্বলী মাযহাবকে দূর্বল হতে দেখে সেই অনুযায়ী ফাতায়া দিলেন। কারণ, হুযুর (অর্থাৎ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ) মুহিউদ্দীন (অর্থাৎ দ্বীনকে জীবিতকারী) এবং দ্বীন ইসলামের স্তম্ভ হলো চারটি। মানুষ যে স্তম্ভ দূর্বলতা দেখালো, তিনি তাকে শক্তিশালী করেছেন।

জো ওয়ালী কবল থে ইয়া বাদ হুয়ে ইয়া হোঙ্গে
সব আদব রাখতে হে দিল মেঁ মেরে আক্বা তেরা।
বাকসম কেহতে শাহানে সরীফীন ও হারীম
না ওয়ালী হো না হুয়া হে কোয়ি হামতা তেরা।

(হাদায়িকে বখশীশ, ২৩-২৪ পৃষ্ঠা)

শিক্ষার্থীদের প্রতি ভালবাসা

আমার প্রিয় মুর্শিদ হযরত গাউসে সাকলাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ 'র মুবারক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো তিনি দ্বীনের কাজ এমন সময় শুরু করেছিলেন, যখন চারিদিকে ফিতনা ও ফাসাদ প্রসার লাভ করেছিলো। তখন ইসলামী মিল্লাত খুবই করুণ অবস্থার শিকার ছিলো। এই প্রতিকুল পরিস্থিতিতে আমাদের প্রিয় মুর্শিদ, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাগদাদ শরীফে অবস্থান করলেন এবং

www.dawateislami.net

বিপথগামী মানবতাকে সঠিক পথে আনার জন্য নেকীর দাওয়াত প্রসারের কাজ শুরু করলেন। হুযুর গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ইলম ও আমলে শ্রেষ্ঠ এবং অনন্য চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি শিক্ষার্থীদের খুব স্নেহ করতেন। তাদের ছোট ছোট প্রয়োজনের দিকেও খেয়াল রাখতেন। ইমাম ইবনে কুদামা হাম্বলী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র দরবারে হযরত গাউসুল আযমের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর দেন, তাঁর জীবনের শেষ সময়ে আমি তাঁর সান্নিধ্য পেয়েছি। আমি তাঁর মাদরাসায় ছিলাম। তিনি আমাদের প্রতি এমনভাবে খেয়াল রাখতেন যে, কখনো গাউসে আযম رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর শাহাযাদা হযরত ইয়াহইয়া رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কে আমাদের কাছে পাঠাতেন। তিনি আমাদের জন্য বাতি জালাতেন । গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আমাদের জন্য তাঁর ঘর থেকে খাবার পাঠাতেন। **(সিয়ারু আলামুন নুবালা, ১৫/১৮৩)**

দূর্বল মেধার শিক্ষার্থীর প্রতি মমতা

আমার মুর্শিদে পাক, গাউসে আযম দস্তগীর رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র দ্বীনী শিক্ষার্থীদের প্রতি মমতার একটি দিক ছিলো যে, তিনি তাদের দূর্বলতাকে উপেক্ষা করতেন। যা আমাদের শিক্ষকদের জন্য অনন্য এক দৃষ্টান্ত এবং অনুসরণীয় ঘটনা।

www.dawateislami.net

দ্বীনী ছাত্রদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির আরেকটি দিক হলো তিনি তাদের দূর্বলতাগুলো তুলে ধরতেন। হযরত শায়খ আহমদ বিন মুবারক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, তাঁর কাছে একজন আ'জমী (অনারবী) ছাত্র ছিলো। তার ছিলো মেধা খুব দূর্বল। কোনো কিছু বুঝতে গেলে তার অনেক কষ্ট হতো। একবার সেই ছাত্র তাঁর কাছে বসে সবক পড়ছিলো। এমন সময় ইবনে সামহাল নামক এক ব্যক্তি হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র যিয়ারতের জন্য উপস্থিত হলো। তিনি ছাত্রের দূর্বল মেধা এবং হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র ছাত্রের দূর্বল মেধায় ধৈর্য্যধারণ ও সহনশীলতা দেখে খুব অবাক হলেন। যখন সেই ছাত্র সেখান থেকে চলে গেলো তখন ইবনে সামহাল আরয করলেন, এই ছাত্রের দূর্বল মেধা এবং আপনার ধৈর্য্য আমাকে অবাক করেছে। আমার মুর্শিদ বললেন, তার জন্য আমার কষ্টের মেয়াদ মাত্র এক সপ্তাহ থেকেও কম। কারণ, এই ছাত্রের ইন্তিকাল হয়ে যাবে। হযরত সায়িদুনা আহমদ বিন মুবারক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, সেই দিন থেকে আমরা সেই ছাত্রের দিন গণনা শুরু করলাম এবং এক সপ্তাহ পূর্ণ হওয়ার শেষ দিন সে আসলেই ইন্তিকাল করলো। **(কৃলায়িদুল জাওয়াহির, ৮ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

হে আশিকানে গাউসে আযম, আমার পীর রওশন যমীরও ছিলেন। তিনি সবকিছু জানতেন যে, সে কখন মারা যাবে। দূর্বল মেধার শিক্ষার্থীর প্রতি গাউসে পাকের দয়া প্রদর্শন করা এবং মমতার সাথে পড়ানো আমাদের জন্য অনুকরণীয়। সাধারণত শিক্ষক মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য মমতা দেখান। নিঃসন্দেহে আল্লাহর সন্তুষ্টির নিয়্যতে দূর্বল মেধার শিক্ষার্থীর প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করলে বেশি সাওয়াব অর্জিত হবে। কেননা যেই আমল দুনিয়ায় কষ্টকর হয় , ততই কিয়ামতে নেকীর পাল্লা ভারি হবে। যেমন বর্ণিত রয়েছে, اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ اَحْمَزُہَا অর্থাৎ উত্তম আমল হলো তাই, যাতে কষ্ট বেশি হয়। **(মিরক্বাত, ৬/৫৪৯, ৩৩৮৩নং হাদীসের পাদটিকা)** অতএব, মেধাহীন শিক্ষার্থীর জন্য কষ্ট বেশি হোক তার উপর রাগ আসুক - এ তো কিছুই বোঝে না- তবুও কেউ যদি ধৈর্যসহকারে দ্বীন পড়ায় এবং সাওয়াব অর্জন করে তবে তার জন্য তা কতইনা মহান কাজ।

আমীরে আহলে সুন্নাতের অনন্য দ্বীনী চিন্তা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন, আমার মানিসকতা হলো যে, কেউ যতই দূর্বল মেধার হোক না কেন, তাকে মাদরাসাতুল মদীনা বা জামিয়াতুল মদীনা থেকে

www.dawateislami.net

বিদায় করা উচিৎ নয়। অন্যথায় সে নিজেও ডুববে, হয়তো তার পরিবারও ডুবে যাবে। পরিবারের লোকজনও ঘৃণা করবে। বলবে আমরা আমাদের সন্তানকে আল্লাহর নাম শেখাতে চেয়েছি, রাসূলের হাদীস শেখাতে চেয়েছি। অনেক আশা করে তাকে পাঠিয়েছি, কিন্তু তাকে বিদায় করে দেওয়া হলো।

আল্লাহ পাক দা'ওয়াতে ইসলামীকে বড় সম্মান ও মান দিয়েছেন। কারো সম্ভব হলে এভাবে দুই হাজার শিক্ষক জমায়েত করে দেখাক। আল্লাহ পাকের অনেক বড় দয়া, اَلْحَمْدُ لِلّٰه গাউসে পাকের গোলামীর দান এটা। যাইহোক, কোনো শিক্ষার্থী দূর্বল মেধার হলে তাকে উপেক্ষা করা উচিৎ নয়। যথাসম্ভব তার জন্য চেষ্টা অব্যহত রাখা উচিৎ। আজ নয় তো কাল, কাল নয়তো অন্য কোনো সময় اِنْ شَآءَ الله সে পড়বেই। সে যদি পড়তে না পারে, তবে তার সন্তান ভবিষ্যতে পড়বে। ইয়া আল্লাহ, আমার কথা যেনো সবার অন্তরে গেঁথে যায়।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰهُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

শিক্ষকের উদ্দেশ্য

ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযযালী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, শিক্ষক শিষ্যদের স্নেহ করবে এবং তাদেরকে নিজ সন্তান মনে করবে। শিক্ষকের উদ্দেশ্য হবে যে, তারা যেনো শিষ্যদের আখিরাতের আযাব থেকে বাঁচায়।

(ইহইয়াউল উলুম, ১/৮২)

শিক্ষকের উদ্দেশ্য এটাই হোক- নিজেকে এবং নিজের শিষ্যদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানো। দ্বীনী মাদরাসার শিক্ষকরা যদি আজ হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ‘র আদর্শ অনুসরণ করে দ্বীনী শিক্ষার্থীদের সাথে নিজের সন্তানের ন্যায় আচরণ করতে পারে তবে ইলম ও আমলে পাকাপোক্ত আলিমের সংখ্যা বহু গুনে বেড়ে যাবে। اِنۡ شَآءَ الله

ফাতাওয়া লেখার বাদশাহি

আমার মুর্শিদ গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ পাঠদান, শিক্ষকতা, রচনা, সংকলন, ওয়াজ, নসীহত ছাড়াও জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অনন্য দক্ষতা রাখতেন। বিশেষত ফাতাওয়া লেখায় তাঁর এমন উৎকর্ষতা অর্জিত ছিলো যে, সেই যুগের বড় বড় আলিম, ফক্বীহ ও মুফতীগণও رَحِمَهُمُ اللهُ

www.dawateislami.net

السَّلَام তাঁর অসাধারণ ফাতাওয়া দেখে নিরুত্তর হয়ে যেতেন। শায়খ ইমাম মুয়াফফিকুদ্দীন বিন কুদামা رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, আমি দেখলাম যে, শায়খ সায়্যিদ আব্দুল ক্বাদির জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেই সব ব্যক্তিদের অর্ন্তভূক্ত, যাদের সেখানে (বাগদাদে) ইলম, আমল এবং ফাতাওয়া লেখার বাদশাহি দেওয়া হয়েছে। **(বাহজাতুল আসরার, ২২৫ পৃষ্ঠা)** তাঁর জ্ঞানের দক্ষতা এমন ছিলো যে, যদি তাঁকে অনেক জটিল মাসআলাও জিজ্ঞাসা করা হতো তবে তিনি সেই মাসআলার অতি সহজ ও অনন্য উত্তর দিতেন। তিনি পাঠদান, শিক্ষকতা এবং ফাতাওয়া প্রদানের মাধ্যমে প্রায় তেত্রিশ (৩৩) বছর দ্বীন ইসলামের সেবা করেছেন। ঐ যুগে তাঁর ফাতাওয়া যখন ইরাকের আলিমদের কাছে নেওয়া হতো তখন তারা তাঁর উত্তরে অবাক হয়ে যেতেন। **(বাহজাতুল আসরার, ২২৫ পৃষ্ঠা)**

জটিল মাসআলার সহজ উত্তর

আমার মুর্শিদ গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ 'র শাহযাদা হযরত আব্দুর রাজ্জাক জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন, এক ব্যক্তি তিন (৩) তালাকের কসম এভাবে করলো যে, সে আল্লাহ পাকের এমন ইবাদত করবে, যা পুরো দুনিয়ায় কোনো ব্যক্তি এই সময় করছে না। যদি সে এরূপ করতে না পারে তবে

www.dawateislami.net

তার স্ত্রীকে তিন তালাক। যখন হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ ‘র দরবারে এই মাসআলা উপস্থাপন করে এর সমাধান জানতে চাওয়া হলো, সে ব্যক্তি এখন কী করবে এবং কোন ইবাদত করবে যেনো তার স্ত্রী তালাক থেকে রক্ষা পায় আর কসমও ভঙ্গ করতে না হয়? سُبۡحٰنَ الله! আমার মুর্শিদ গাউসে পাক মুহুর্তেই এই মাসআলার সমাধান দিলেন যে, সে ব্যক্তি মক্কা মুকাররমা চলে যাবে এবং তাওয়াফের জায়গা খালি করে একাই তাওয়াফ করবে। তাতে কসমও পূর্ণ হবে আর স্ত্রীও তালাক হবে না। তাঁর এই উত্তরে আলিমগণ নির্বাক হয়ে গেলেন। **(বাহজাতুল আসরার, ২২৬ পৃষ্ঠা)** আসলেই তাওয়াফই একমাত্র এমন ইবাদত, যা সারা দুনিয়ায় একটি স্থানেই আদায় করা হয়। যদি একজন লোক একলা তাওয়াফ করে তখন সারা পৃথিবীতে আর কেউ তাওয়াফকারী থাকে না।

উলুমে মুস্তফা ও মুরতাদা কে তুমহেঁ পর হেঁ খুলে আসরার ইয়া গাউস
হেঁ পীরে পীরাঁ গাউসে পাক হেঁ মীরে মীরাঁ গাউসে পাক।
মাহবুবে সুবহাঁ গাউসে পাক ওয়ালীয়োঁ কে সুলতাঁ গাউসে পাক
মাহবুবে ইয়াযদাঁ গাউসে পাক সুলতানে যীশাঁ গাউসে পাক।
মুশকিল হো আসাঁ গাউসে পাক দো দরদ কা দরমাঁ গাউসে পাক
ফরমাও ইহসাঁ গাউসে পাক রাহাত কা সামাঁ গাউসে পাক।
ফরমাও ইহসাঁ গাউসে পাক রাহাত কা সামাঁ গাউসে পাক

www.dawateislami.net

বুলওয়াও জানাঁ গাউসে পাক বন জাওঁ মেহমাঁ গাউসে পাক।
জিস ওয়াক্ত চলে জাঁ গাউসে পাক ইয়া পীর! হো ইহসাঁ গাউসে পাক।
পুরা হো জানাঁ গাউসে পাক দীদার কা আরমাঁ গাউসে পাক
হো জায়ে মেরী জাঁ গাউসে পাক বস আপ পে কুরবাঁ গাউসে পাক।
টল জায়ে শয়তাঁ গাউসে পাক বাচ জায়ে ঈমাঁ গাউসে পাক
উফ! হাশর কা ময়দাঁ গাউসে পাক লো যেরে দামাঁ গাউসে পাক।
হো মেরী জানাঁ গাউসে পাক বখশীশ কা সামাঁ গাউসে পাক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

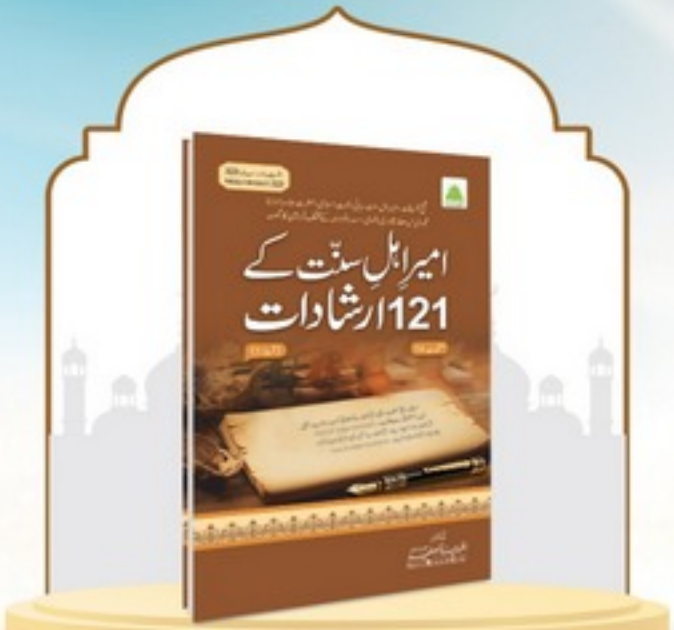

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৫৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net